



# দৈনিক ইনকিলাব

## আইটি শিক্ষার নামে চলছে প্রতারনা- ক আইটি ইনস্টিটিউটের অনার্স কোর্স পর্যন্ত এক বছরের ডিপ্লোমা

মদ সেলিম রেজা II বাংলাদেশে  
রমেশন টেকনোলজীর চর্চা ও বিকাশ  
জি ও প্রভারণার কারণে সহসাই  
বড়ে পড়তে পারে। তথ্য ও প্রযুক্তির  
ন কর্মজগতকে সামনে রেখে  
দেশ সরকার আইটি শিক্ষা তথা  
রমেশন টেকনোলজী শিক্ষার প্রতি  
শুরু দিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে  
রের সৃষ্ট তদারকির অভাবে দেশের  
আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে শুরু  
হ নানা ধরনের প্রভারণা। কম্পিউটার  
গ অনার্স, কম্পিউটার সাইন্সে  
মা, আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমা, ইউকে

NCC বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স, UK কিংবা  
USA-এর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে  
সমমানের শিক্ষা কারিকুলাম পরিচালনার  
ঘোষণা দিয়ে চলছে এসব প্রভারণা।  
শিক্ষামন্ত্রণালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়  
কমিশন কার অনুমোদন নিয়ে এসব  
ডিগ্রী পরিচালনা করছে, তার  
দিতে পারেনি আইটি ব্যবসায়ীরা। তবে  
আইটি আসক্ত শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞাপন দে  
দেখে ছুটছে বিভিন্ন আইটি শিক্ষ  
প্রতিষ্ঠানে। দু'একটি বেসরকারী  
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সদ্য গজি  
২-এর পঃ ৫-এর কঃ দেখুন।

## আইটি শিক্ষার নামে চলছে প্রভারণা

৮-এর পৃষ্ঠার পর  
গঠা আইটি ইনস্টিটিউট সবাই সুযোগ বুঝে  
মোট অঙ্কের টিউশন ফি ও রেজিঃ ফি  
আদায় করছে আইটি শিক্ষার্থীদের কাছ  
থেকে। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়  
অভিভাবকগণও আইটি শিক্ষার জন্য লক্ষ  
লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করছেন। কিন্তু বছর  
শেষে সন্তানের হাতে যে সনদপত্রটি ধরিয়ে  
দিয়ে আইটি কোর্স পরিচালনাকারী  
প্রতিষ্ঠানগুলো তার জাতীয় মান কি,  
আন্তর্জাতিক আইটি কর্ম বাজারেই বা এর  
মূল্য কি তা খতিয়ে দেখবে কে? সম্প্রতি  
উল্লেখযোগ্য দু'একটি বেসরকারী  
বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইটি শিক্ষা  
ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে আইটি শিক্ষার নামে  
শিক্ষার্থীদের সাথে নানা ধরনের প্রভারণার  
অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি বছর,  
জীবন একটি- সন্তাননা অফুরন্ত- এই  
চিত্তাকর্ষক শ্লোগান নিয়ে আইটি শিক্ষায়  
মাঠে নেমেছে ব্রাক। ব্রাকের আইটি শিক্ষা  
কার্যক্রম পরিচালিত হয় ব্রাক ইনফরমেশন  
টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (বিআইটিআই)-  
এর মাধ্যমে। সূত্রমতে বিআইটিআই-এর  
অধীনে এ পর্যন্ত ৮টি ব্যাচে কম্পিউটার  
ডিপ্লোমা শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তবে  
প্রতিটি ব্যাচের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম, স্বতন্ত্র  
কোর্স এবং পৃথক কোর্স প্রসপেক্টাস।  
অনুভবের ব্যাপ্তি করা গেছে, প্রতিটি কোর্সে  
শিক্ষার্থীদের প্রলুব্ধ করতে দেয়া হচ্ছে নতুন  
নতুন অফার।  
ব্রাকের সবচেয়ে অফার ছিল বিয়ের যে  
কোন স্থানে বিএমসি (ইনস) ও মাস্টার্স  
কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগসহ ব্র্যাক অথবা  
তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চাকরির গ্যারান্টি  
অফার।  
ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এর কোর্স অফার উল্লেখ  
হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এইরকম  
আইটি কোর্স প্রসপেক্টাস ৩ খণ্ড দুই  
এইকিউটিউট এডভান্সড আইটি কোর্স  
কুমার ৬ অফিস তিন বিশ্ববিদ্যালয়  
ডিপ্লোমা কোর্স ইম প্রোগ্রামিং প্রভ  
ইনফরমেশন টেকনোলজি বিজ্ঞ ব্র্যাক  
আইটির এই অফারের পাঠে তার পূর্ববর্তী  
৮টি কোর্সের কোর্স ফি নই। ব্র্যাক  
আইটি ইনস্টিটিউট-এর ফেব্রুয়ারি ২০০০-এর  
কোর্স প্রসপেক্টাস, সেপ্টেম্বর ২০০০-এর  
কোর্স প্রসপেক্টাস এবং ফেব্রুয়ারি ২০০১-  
এর কোর্স প্রসপেক্টাস হাতে নিয়ে দেখা  
গেছে কোর্স কোর্সই অভিন্ন নয় এবং সম্পূর্ণ  
ভিন্ন অফারের কোর্স অফার করা হয়েছে।  
প্রতিবার যেমন জুলাই ২০০০-এর  
প্রসপেক্টাসে রয়েছে এক বছর মেয়াদি ইটি  
ডিপ্লোমা কোর্সের অফার, একটর নাম  
ডিপ্লোমা ইন প্রোগ্রামিং এন্ড ইনফরমেশন  
টেকনোলজি (আইটি), অপরটির নাম  
ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন  
সিস্টেম (এমআইএস)। এতে আইটি যে  
কোন কোর্সের টিউশন ফি বারদ নির্ধারিত  
ছিল ১০ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে  
সেপ্টেম্বরের প্রসপেক্টাসে কোর্স অফার  
করা হচ্ছে বিএমসি অনার্স ইন কম্পিউটিং  
এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমের। ভর্তির  
যোগ্যতা হিসেবে ৫ পয়েন্টসহ এইচএসসি  
কিংবা 'ও'লেভেল বা 'এ' লেভেল উত্তীর্ণ  
চাওয়া হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে  
প্রলুব্ধ করতে সেখানে দু'টি বিশেষ বিষয়ের  
উল্লেখ করা হয়েছিল। তার প্রথমটি ছিল  
কোর্স শেষে লন্ডন গিন্ডহল বিশ্ববিদ্যালয়ের

পাওয়ার ঘোষণা। দ্বিতীয়টি, লন্ডন  
NCC বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে  
আইটিআইয়ের যৌথ পরীক্ষা গ্রহণ  
কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত  
কোর্সের শিক্ষার্থীদের অনার্স ডিগ্রী-  
মত একাডেমিক সাপোর্ট কিংবা প্রাতি  
স্বীকৃতিই কার্যত ব্র্যাক আইটি ইনস্টিটি  
নেই। সম্প্রতি ব্র্যাক বেসরকারী বিশ্ববি  
পরিচালনার অনুমোদন লাভ  
সেখানে ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ভর্তি  
সমস্যা রয়েছে। তাই ইনস্টিটিউট  
এখন BSE অনার্স ইন কম্পিউটিং  
ইনফরমেশন সিস্টেমের শিক্ষার্থীদের  
বছরে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ধরিয়ে  
বিদায় করতে চাইছে। সেক্ষেত্রে  
শিক্ষার্থীরা পড়ছে নতুন সংকটে। এই  
নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি  
তাদের ফেইস করতে হচ্ছে ব্রেক  
স্টাডির সংকট। অপরদিকে অর্জিত ডি  
সার্টিফিকেটের ট্রেডে অপর কোর্স  
হাইয়ার কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ  
চাকরির গ্যারান্টি। অথচ হারিয়ে  
একটি বছরের সাথে সাথে তাদের  
থেকে খোয়া গেছে ১০ হাজার টাকা।  
এদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম  
হওয়ার পর বিআইটিআই সম্পর্কে  
কর্তৃপক্ষ অগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।  
ইনস্টিটিউট এখন বন্ধ করে দিয়ে আ  
ছাত্রদের অন্যত্র একোমোডেট করার  
চলছে বলে জানা গেছে। এদিকে স  
একটি সূত্র জানিয়েছে, ব্র্যাক ইনফর  
এন্ড টেকনোলজি ইনস্টি  
(বিআইটিআই) সম্প্রতি ঢাকার প্রতি  
ভারতীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং  
প্রতিষ্ঠানে 'আইবিএমএইচ'-এর  
চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক  
শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় প্রোগ্রামিং  
এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আইবিএম  
এখন ব্র্যাক আইটিআই'র সাক্ষ্যক  
শিক্ষার্থীদের কোর্স সম্পন্ন করার  
সাক্ষ্যকালীন শিক্ষার্থীদের করে দিয়ে  
তবে ডিগ্রী শিফটের শিক্ষার্থীদের  
কিভাবে শিফট করা হবে, এখনো তার  
হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়নি ব্র্যাক আ  
ইনস্টিটিউশনের ভবিষ্যত নিয়েও।  
ইনস্টিটিউটের পূর্ববর্তী ভর্তি কার্যক্রম  
অন্যান্য কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ইতো  
ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়  
শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে  
হয়েছে। শুধু আইটির ছাত্রদের  
সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে তারা।  
আইটি ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের ভবি  
অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ইতোম  
ইনস্টিটিউটের সাইন বোর্ড  
গিয়ে সেখানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের  
বোর্ড স্থান করে নিয়েছে।